COAST, CJRF প্রকল্পের প্রকাশনা

সংখ্যা- ৪৪; ২০২২ ॥ জৈষ্ঠ, ১৪২৯

জলবায়ু বার্তা

জানুয়ারি ২০১৮ থেকে কোস্ট ফাউন্ডেশন উপকূলীয় ৭ টি জেলায় "Climate Justice Resilient Fund-CJRF" শিরোনামে'র প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে, যা আগামী সেপ্টেম্বর ২২ পর্যন্ত চলমান থাকবে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে– দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (ডিআরআর), জলবায়ু পরিবর্তন, এবং জলবায়ু ঝুঁকিকে প্রভাবিত করার কারণসমূহ হ্রাস করতে তথ্য এবং শিক্ষা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটি'র সক্ষমতা অর্জনের চর্চাগুলো শক্তিশালী করা, নেতৃত্বের সাথে নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্কিং এবং অধিপরামর্শে'র মাধ্যমে প্রত্যন্ত এবং জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সরকারী অনুশীলন ব্যবস্থা'র শক্তিশালীকরণ এবং সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা, আয় হ্রাস কমাতে উপকূলীয় কমিউনিটিতে জলবায়ু অভিযোজিত আয়বৃদ্ধিমূলক কৌশল এবং উপকরন সহায়তা প্রদান করা এবং প্রচারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

বেড পদ্ধতিতে সবজি চাষ

বছর জুড়েই আয়ের সুযোগ, বাড়ছে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোর জীবনযাত্রার মান

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করে, উপকূলীয় নারীরা তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে জলবায়ু অভিযোজিত আয়-বর্ধনমূলক কৌশলসমূহ ব্যবহার করছে, তারমধ্যে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ এই নারীদের কাছে বেড পদ্ধতিতে সবজি চাষ ইতিমধ্যে ব্যপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। জলাবদ্ধতার কারণে পতিত জমিতে এ পদ্ধতিতে ত সবজি চাষ করে তারা এখন পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে উপকূলীয় এলাকার মানুষ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে, মাটি ও পানিতে চরম লবণাক্ততা চাষের-জমিগুলোকে অনুর্বর জমিতে পরিণত করছে,স্থানীয় লোকজন গতানুগতিক পদ্ধতিতে সবজি ও অন্যান্য ফসল চাষে ব্যর্থ হচ্ছেন। আশা হারানোর পরিবর্তে, উপকূলীয় এলাকার নারীরা এখন বেড পদ্ধতি ব্যবহার করে জীবিকা নির্বাহের বিকল্প উপায় খুঁজে পাচ্ছেন। তারা এখন বিভিন্ন মৌসুমে ঢেড়ষ,পালংশাক, মুলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাল শাক, মরিচসহ সব ধরনের সবজি চাষ করছেন।

কুতুবদিয়া উপজেলার দক্ষিন ধুরং ইউনিয়নের বাসিন্দা আলমরাজানের সাথে আলাপে জানা যায়, উপকূলীয় এই সকল অঞ্চলে লবণাক্ততার কারণে তেমন কোনও ফসল হয় না। প্রায় প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে সৃষ্ট জলোচ্ছাসে এই অঞ্চলে লবণাক্ততার প্রভাব অনেক বেড়েছে। ফসল তেমন একটা হয়না বললেই চলে, এই অবস্থায় কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় পরিবারের চাহিদা মেটাতে এবং বাড়তি আয়ের আশায় বেড পদ্ধতিতে সবজি চাষ শুরু করেন তিনি।

আলমরাজান জানালেন গেল ৩ মাসে প্রায় ১০ হাজার টাকার সবজি বিক্রি করেছেন উপার্জিত আয়ের প্রায় ৬০ শতাংশই খরচ হয় সন্তানদের পড়ালেখার পেছনে

নিজেকে সফল চাষি দাবি করে রহিমা বেগম বলেন, 'আমার দেখাদেখি এলাকায় অনেক নারীই এখন বস্তায় সবজি চাষ শুরু করেছেন। এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগে। যেহেতু খরচ কম, আশা করি, সবাই লাভবান হবে।

গেল ৩ মাসে প্রায় ১০ হাজার টাকার সবজি বিক্রি করেছেন আলমরাজান, বর্তমানে ৫ টি বেডে ঢেড়ষ ও পুইশাক চাষ করেছেন, দক্ষিন ধুরং ইউনিয়ন, কুতুবদিয়া,কক্সবাজার, ছবি-শাহাদাৎ, টিও, কোস্ট।

বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে যুবসমাজের অঙ্গীকার; *আমাদের সচেতনতাই রোধ করবে বাল্যবিয়ের ভয়াবহতা*

কিশোরী কেন্দ্রের উদ্যোগে উপকূলীয় জেলা ভোলা ও কুতুবদিয়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় কমিউনিটি পর্যায়ে "আমাদের সচেতনতাই রোধ করবে বাল্যবিবাহের ভয়াবহতা" শীর্ষক প্রাচারাভিযান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নারী ও কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা রোধে শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলতে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই প্রাচারাভিযান । বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য যুব সমাজকেও এই প্রচারাভিযানে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। তারা বাল্যবিবাহ রোধে সমাজের অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

তারা বলছেন, তারা নিজেরা বাল্যবিবাহ করবেন না বা অভিভাবকরা বাল্যবিবাহ দিতে চাইলে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করবেন। বাল্যবিয়ের কোনো খবর পেলে আমরা তা প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা নেব। আমরা সব বয়সের নারীদের সাথে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করব এবং অন্যদেরও তা করতে অনুপ্রানিত করব। প্রয়োজনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, স্থানীয় পুলিশ ও সাংবাদিকদের সহায়তা নিয়ে বাল্যবিবাহ বন্ধ করব। বাল্যবিবাহসহ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রয়োজনে ১০৯ নম্বরে কল করে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহায়তা নেব।

কিশোরী কেন্দ্রের এই ধরনের প্রচারাভিযানের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং তা নিরসনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাষনের কাছে সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হচ্ছে। কিশোরী কেন্দ্রের এমন ধারাবাহিক উদ্যোগ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ কমিয়ে আনছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। তারা বলছে যুব সমাজকে এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তারা মনে করছে তাদেরকে যুক্ত করতে পারলে এবং তারা

উদ্যোগী হলে নারীর জন্য একটি বৈষম্যমুক্ত, মর্যাদাপূর্ণ ও অধিকারভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলা সহজ হবে। তাদেরকে সহিংসতাকার ভূমিকায় না রেখে প্রতিরোধকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

আয়বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন

মর্যাদাপূর্ণ জীবনের জন্য স্কুল ঝড়ে পড়া উপকূলীয় কিশোরীদের আত্মবিশ্বাস তৈরি করা

জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় অঞ্চলে স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হচ্ছে। যা তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করবে এবং তারা মর্যাদার সাথে পরিবার ও সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখবে।

যুব প্রতিনিধিরা প্রচারণায় বক্তব্য রাখছেন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যাক্ত করছে, মানিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মানিকা, চরফ্যাশন, ভোলা। ছবি-আতিকুর রহমান, টিও, সিজেআরএফ, ভোলা।

অর্থনৈতিক অক্ষমতা উপকূলীয় কিশোরীদের জেন্ডার বৈষম্যের দিকে ধাবিত করার অন্যতম একটি প্রধানতম কারন এবং এই কারনে তারা তাদের প্রাপ্য অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত হয়। ক্ষুদ-ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হওয়ায় জন্য কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পের উদ্যোগে কিশোরী কেন্দ্রের মাধ্যমে তাদের অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে। কারন উপকূলীয় এই সকল কিশোরীরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ায় সমাজে নানাভাবে বঞ্চিত হয়, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, সচেতনতা এবং দক্ষতার অভাব থাকে। বাড়ির আশেপাশের খালি ও পরিত্যাক্ত জমিতে মৌসুমিভিত্তিক বিভিন্ন প্রকার সবজি চাষের কৌশল, অর্থনৈতিক সাশ্রয় ও পরিবেশ সুরক্ষায় রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার তৈরি ও তার ব্যবহার, গবাদি পশু ও হাসমুরগী পালন, পরিচর্যা ও রোগা বালাই সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রশিক্ষনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রশিক্ষন শেষে তাদের মধ্যে বীজ, ফল গাছের চারা, হাঁস-মুরগীর বাচ্চা সহ অন্যান্য আয়বর্ধনমূলক উপকরন বিতরন করা হচ্ছে। উপজেলা কৃষি ও প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষনগুলো পরিচালনা করছেন।

আশা করা হচ্ছে এই ধরনের উদ্যোগ উপকূলীয় এই কিশোরীদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হতে সহায়তা করবে, এই ধরনের কর্মকান্ডের নিয়মিত অনুশীলন তাদের আয় বাড়াতে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ে সচেতন ও উদ্যোগী হতে সহায়তা করবে।

কৃষি, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষন পরিচালনা করছেন জনাব ফাহিম হাসান, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, লেমশীখালী ইউনিয়ন, কুতুবদিয়া, ছবি-শাহাদাৎ, টিও, কোস্ট সিজেআর এফ।

জলবায়ু অভিযোজন কৌশল সম্প্রসারনে প্রচারণা

স্থানীয় জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি কমাতে

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিধি ও মাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দুর্যোগের প্রভাবে স্থাণীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের মাত্রা দিন দিন প্রকট আকার ধারন করছে। এখানকার মোট জনসংখ্যার সিংহভাগ অর্থ্যাৎ প্রায় ৯০% মানুষের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে এই পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ্য বা পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। যা এখানকার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা হ্রাস করছে এবং তাদের জীবনযাত্রাকে আরো উন্নত করতে ও বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানীয় প্রভাব মোকাবেলা করতে অভিযোজন সক্ষমতা অর্জনের সম্ভাবনাকে ও ক্রমান্বয়ে হ্রাস করছে।জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সিজেআরএফ প্রকল্প কমিউনিটি পর্যায়ে জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন কৌশল সম্প্রসারনে প্রচারনামূলক কর্মকান্ড ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে।

আয় হ্রাস কমাতে জলবায় অভিযোজন কৌশল অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করতে প্রকল্পের কর্মীরা জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতামূলক সেশন পরিচালনা করছে, মুসাপুরে, সন্দ্বীপ, ছবি: SDI

ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের অংশগ্রহণে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে এই কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ক্যাম্পেইন অংশগ্রহণকারীদের সুবিধার জন্য ছবি সহ ফ্লিপ চার্ট ব্যবহার করা হচ্ছে।এই প্রচারাভিযানের মাধ্যমে, ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী ও কিশোরীরা নিরাপদ পানীয় জল, স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবহার, জলবায়ু অভিযোজিত আয় উৎপাদনকারী কৃষি পদ্ধতি যেমন- রংপুর মডেল, বস্ত পদ্ধতিতে সবজি চাষ, ট্রিপল এফ মডেল (সমন্বিত পদ্ধতি) এবং মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে।

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে "সিজেআরএফ" প্রকল্পের সকল সহকর্মী সহযোগিতা করেছেন।

বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য:
এম. এ. হাসান, প্রোগ্রাম হেড-কোস্ট, সিজেআরএফ প্রকল্প।
মোবাইল : ০১৭০৮১২০৩৩৩, hasan@coastbd.net
প্রকল্প কার্যালয়- শ্যামলী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত
www.coastbd.net